যুগান্তর

তারিখ 14 JAN 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 1

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নৈরাজ্য

সবাইকে সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে

অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে এক মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যুই শুধু হয়নি, এর জের ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরজুড়ে মঙ্গলবার দিনভর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও নৈরাজ্যকর ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি দুঃখজনক। যে কোনো ঘটনা 'সামান্য' দিয়ে শুরু হলেও সহনশীলতা, সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় না দিলে তার ফল কত মারাত্মক হতে পারে— ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জানা গেছে, সোমবার বিকালে শহরের জেলা পরিষদ মার্কেট এলাকায় একজন ইজিবাইক চালকের সঙ্গে শহরের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়ার এক ছাত্রের বাকবিতণ্ডা শুরু হলে মধ্যস্থতা করতে এক ব্যবসায়ী এগিয়ে আসেন। পরে ওই ছাত্র ব্যবসায়ীর সঙ্গেও বাকবিতণ্ডায় জড়ায়। এ প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসাছাত্ররা ওই ব্যবসায়ীর দোকান ভাংচুর করলে মাদ্রাসার ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ বাঁধে। একপর্যায়ে ছাত্রলীগও ব্যবসায়ীদের পক্ষে সংঘর্ষে যুক্ত হয়। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশকে রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করতে হয়। সংঘর্ষে আহত এক মাদ্রাসাছাত্র হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা রেলস্টেশন, আওয়ামী লীগের কার্যালয়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গনসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে হামলা, ভাংচুর ও তাণ্ডব চালায়।

প্রতিটি ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী হচ্ছে শান্তি। অশান্তি, নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক নয়, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও পরিত্যাজ্য। মাদ্রাসায় যারা শিক্ষাদান ও শিক্ষা লাভ করেন, ইসলামের আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে তাদের রয়েছে আত্মিক বন্ধন। শান্তি ও মানবতার ধর্ম হিসেবে ইসলাম কখনোই সংঘাত ও নৈরাজ্য সমর্থন করে না। মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা এটি জেনেও গোটা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি ও জনমনে আতংক তৈরি করেছেন, এটি পরিতাপের বিষয়। একইসঙ্গে যে কোনো সংঘাতে ছাত্রলীগের সম্পৃক্ত হয়ে পড়ার বিষয়টিও সমর্থনযোগ্য নয়। কোথাও কোনো গোলযোগের আশংকা দেখা দিলে, তা সামাল দেয়ার জন্য দেশে প্রশাসন আছে, আইনশৃংখলা বাহিনী আছে। প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান মেনে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে— এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনের লাঠিয়াল বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত নয়। আশার কথা, শেষ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সমঝোতা হয়েছে। এ সমঝোতার আলোকে বিক্ষুব্ধরা হরতাল পালনের ঘোষণা দিলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অন্যদিকে প্রশাসনও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কিছু দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছে। আমরা মনে করি, ধৈর্য ও সহনশীলতার মধ্য দিয়েই যে কোনো সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে।